কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী মৎস্যখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.০৮ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২২.১৪ শতাংশ মৎস্যখাতের অবদান। দৈনন্দিন মাছ গ্রহণের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৬৭.৮০ গ্রাম (এইচআইইএস, ২০২২)। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২) মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৪৫.০৩, ৪৬.২১ ও ৪৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২) ৭০৯৪৫.৩৯, ৭৬৫৯১.৬৯ ও ৭৪০৪২.৬৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৯৮৫.১৫, ৪০৮৮.৯৬ ও ৫১৯১.৭৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (এফএও, ২০২২)।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রুডস্টকের অবক্ষয়, গুণগত মানসম্পন্ন পোনা, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের অপর্যাপ্ততা;
- জলাবদ্ধতা, মাছের মাইগ্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস;
- পানি প্রবাহ হ্রাস এবং পলি জমার কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হওয়া;
- গলদা ও বাগদা চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত পিএল এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব;
- জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধ মৌসুমে বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাব;
- অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, স্থায়িত্বশীল আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- সুষ্ঠিত সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলের অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও উন্নয়ন দর্শন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, Allocation of Business অনুযায়ি মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ম্যান্ডেট, ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসাবে স্মার্ট এবং উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৯-২০ সালের (২৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৭৩ গ্রাম নিশ্চিত করা;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারে মাছ ও চিংড়ি সরবরাহের প্রতিটি ধাপে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- বান্দরবান সদর উপজেলায় ০১টি প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন এবং ০.২০০ মেট্রিক টন পোনা মাছ অবমুক্তকরণ
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০ জন মৎস্যচাষি/সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ০৫টি অভিযান পরিচালনা
- ০৮ জন মৎস্যজীবীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং

এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ৪২৫ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণে অবদান রাখা।

CamScanner

প্রস্তাবনা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, আলীকদম, বান্দরবান

এবং

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, বান্দরবান

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

CamScanner